A TWO DAY NATIONAL SEMINAR ON BIODIVERSITY CONSERVATION BY THE DEPT.OF GEOGRAPHY, 2018-19

উদ্বোধনে জেলাশাসক

৫০ গবেষণাপত্র নিয়ে জীব সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা ঝাড়গ্রামে

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম: জীব বৈচিত্র এবং সংরক্ষণের উপর একটি জাতীয় স্তরের সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রবিবার জামবনি ব্লকের চিল্কিগড়ের কনক দুর্গা মন্দির চত্বরে এই সেমিনারটি হয়। জামবনি ব্লকের কাফগারি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের উদ্যোগে এবং ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট অব আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সংস্থার সহযোগিতায় জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও পরিবেশ এই বিষয়ে জাতীয় আলোচনাচক্র এবং পরিবেশ সমীক্ষা হয়। প্রথম দিনের পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আর অর্জুন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অধিকর্তা লক্ষীনারায়ণ শতপথি, জামবনি ব্লকের বিডিও মহম্মদ আলিম আনসারি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান আশিস কুমার পাল, বেটানির অধ্যাপক রামকুমার ভকৎ, কাফগারি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান, আয়োজক কমিটির সম্পাদক প্রণব সাহু প্রমুখ। এদিন জাতীয় এই পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এই আলোচনায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পরিবেশ বিষয়ক পঞ্চাশটি গবেষণা পত্র নিয়ে আলোচনা হয়। আয়োজক কমিটির সম্পাদক, কাফগারি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রণব সাহু বলেন, "জীব বৈচিত্র এবং পরিবেশকে কিভাবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায় তা নিয়েই আমাদের এই জাতীয় আলোচনাচক্র এবং পরিবেশ সমীক্ষা। সোমবার এই আলোচনাচক্র আমরা ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কোদপালে করব।"

PUBLISHED NEWS IN DIFFERENT NEWSPAPER OF THE DEPARTMENTAL ACTIVITIES AND INNOVATION SCIENTIFIC MODEL & RESEARCH,2018-19

পরিবেশ বাঁচাতে প্রস্তাব

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামবনি: জীব বৈচিত্র্য ও অরণ্যের ভারসাম্য রেখে স্থিতিশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকারকে ২৬ দফা খসড়া প্রস্তাব জমা দিল জামবনির কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ। ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জমা দেওয়া খসড়া-প্রস্তাবটি যৌথ ভাবে তৈরি করেছেন ভূগোলের বিভাগীয় প্রধান প্রণব সাহু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক শেখ মাফিজুল হক। প্রণববাবু জানান, ঝাড়গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর করতেই পরিবেশ-বান্ধব পরিকল্পনা-প্রস্তাব রাজ্যের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

সেবাভারতী কলেজের ভূগোল বিভাগের উদ্যোগে এবং মেদিনীপুরের 'ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট অব আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ' সংস্থার সহযোগিতায় গত মার্চে জাতীয়স্তরের আলোচনাসভা হয়েছে। সেখানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পরিবেশ ও পর্যটনের গবেষক, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীরা যোগ দিয়েছিলেন। এসেছিলেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তারাও। তারপরই প্রস্তাব তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়। প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, চিল্কিগড়ের কনক অরণ্য এলাকায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্প গড়ে স্থানীয়দের যুক্ত করা, বেলপাহাড়ির লালজল, বাঁশপাহাড়ি, ঘাঘরায় পরিবেশ বান্ধব রিসর্ট, রোপওয়ে, ওয়াচ টাওয়ার, পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, হস্তশিল্পের বিক্রয় কেন্দ্র চালু, প্রকৃতির মাঝে আদিবাসী লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের জন্য একাধিক ওপেন থিয়েটার তৈরি ইত্যাদি।

প্রস্তাবে আরও জানানো হয়েছে, বাবুই ঘাস, বাঁশ, বেত, শালপাতা, কেন্দুপাতার মতো জেলার বনজ সম্পদকে কাজে কুটির শিল্প গড়ে উঠলে দরিদ্র আদিবাসী-মূলবাসীদের রোজগারের বন্দোবস্ত হবে। কংসাবতী ও সুবর্ণরেখার ভাঙন রোধের ব্যবস্থা না হলে কয়েক হেক্টর কৃষি জমি অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ারও আশঙ্কা করছেন গবেষকরা। পাশাপাশি হাতির চলাচলের রাস্তায় বনসৃজন ও যথেষ্ট সংখ্যক ওয়াচ টাওয়ার বসানোর প্রস্তাব দেওয়া। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আয়েষা রানি বলেন, "ঝাড়গ্রামের উন্নয়নের জন্য এমন প্রস্তাব স্বাগত। খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।"

হাতি বাঁচাতে পড়ুয়াদের মডেল

অরূপকুমার পাল ■ ঝাড়গ্রাম

নতুন প্রযুক্তিতে বন্যপ্রাণী মৃত্যু ঠেকাতে কলেজ ছাত্রদের মডেল। ঝাড়গ্রামে — এই সময়

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়া রেললাইনে মাঝেমধ্যেই বন্যপ্রাণী কাটা পড়ে। তাদের বাঁচাতে নয়া মডেল তৈরি করেছেন কলেজ পড়ুয়ারা। ঝাড়গ্রাম শহরের অফিসার্স ক্লাব প্রাঙ্গণে সোমবার থেকে শুরু হওয়া পরিবেশ মেলায় কলেজপড়ুয়াদের 'বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা' মডেল নজর কেড়েছে প্রশাসনিক কর্তাদের। বাস্তবে তা কী ভাবে ব্যবহার করা যাবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে জেলা প্রশাসন।

ঝাড়গ্রাম জেলার কাপগাড়ির সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান শিক্ষক প্রণব সাহুর তত্ত্বাবধানে দুই পড়ুয়া সোনালি দণ্ডপাট ও শরৎ চট্টোপাধ্যায় তৈরি করেছেন মডেলটি। দু'টিন নতুন বিষয়ের কথা বলা হয়েছে মডেলে — সাউন্ড সেন্সার মেশিন ও ইকো-ব্রিজ।

ভূগোল বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্রী সোনালি দণ্ডপাট বলেন, 'হাতির করিডর এলাকায় রেল লাইনের দু'দিকে ১০০ মিটার দূরে সাউন্ড সেন্সার মেশিন লাগানো থাকবে। ওই সেন্সারে পা পড়লেই নিকটবর্তী কেবিনে সিগন্যাল চলে যাবে। আবার হাতি লাইন পেরিয়ে গেলে ওই সেন্সার থেকে আলাদা সিগন্যাল চলে যাবে। মধ্যবর্তী ওই সময়ে কেবিনের কর্তা করিডর এলাকায় হাতি চলাচল হচ্ছে বুঝে ট্রেন চালককে আগাম সতর্ক করতে পারবেন।'

ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেনারেল) টি. বালাসুব্রহ্মনিয়ম বলেন, 'পড়ুয়ারা যে মডেলটি বানিয়েছেন, তা সত্যিই ভালো। তাঁরা সেন্সর দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। বাস্তবে এই বিষয়টির সঙ্গে নানা প্রযুক্তির যোগসূত্র রয়েছে। বিষয়টি আমরা বিবেচনার মধ্যে রেখেছি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব যদি বাস্তবে তা প্রয়োগ করা যায়।'

জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাধবী বিশ্বাস বলেন, 'বন্যপ্রাণীদের বাঁচাতে পড়ুয়ারা খুব ভালো একটি মডেল তৈরি করেছে। ওই মডেলটি বাস্তবে যাতে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব।'

ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসবরাজ এস হোলেইচ্চি 'এই সময়'-এর কাছে বিষয়টি শুনে বলেন, 'ওঁদের কাছ থেকে মডেলটি সম্পর্কে জেনে যদি সম্ভব হয়, ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

NEWS OF RESEARCH AND PLANNING FOR RIVER BANK EROSION MANAGEMENT AND TEA GARDEN BY THE DEPARTMENT COLLABORATION WITH JAMBONI BLOCK ADMINISTRATION, JHARGRAM

Page 2 - Sangbad Pratidi...
epaper.sangbadpratidin.in
SHARE
Print Date 18 Nov, 2018

ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগ, হবে কর্মসংস্থানের সুযোগ

চিল্কিগড়ে তৈরি হবে চা-কফির বাগান, মাটির নমুনা সংগ্রহ শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম : চা-বাগান দেখতে এবার আর দার্জিলিং যেতে হবে না। ঝাড়গ্রাম জেলাতেই দেখা মিলবে চা-বাগানের। কেবলমাত্র শুধু দেখা নয়, চা-বাগান ঘিরে স্থানীয় মানুষজনের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের চিল্কিগড়ের কনকদুর্গা মন্দিরকে ঘিরে পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ আসতে চলেছে। জামবনি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে চিল্কিগড়ের কনকদুর্গা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হতে চলেছে চা, কফির বাগান। আর সেইলক্ষে জমির মাটি পরীক্ষা-সহ পুরো পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগকে। শনিবার চিল্কিগড়ের ডুলুং নদীর সংলগ্ন অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে শুরু হল মাটি পরীক্ষা এবং মাটির নমুনা সংগ্রহের কাজ। ডুলুং নদীর ধারে অসাধারণ জঙ্গল ঘেরা চিল্কিগড় কণকদুর্গা মন্দির রাজ্য পর্যটন মানচিত্রে একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

এদিন ডুলুং পাড়ে দু'টি জায়গা দেখে গিয়েছেন কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রণব সাহু, খড়গপুর আইআইটির চা বিশেষজ্ঞ বিসি ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন জামবনি ব্লকের বিডিও সৈকত দে, কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের দুই শিক্ষক চন্দন করণ, প্রদীপ্ত চন্দ্র প্রমুখ।

জমির মাটি পরীক্ষা করতে এসেছেন বিশেষজ্ঞ দল। —প্রতিম মৈত্র

এবং অপরটি ৪০০০ বর্গ মিটার জমি প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞ দলটি চিহ্নিত করেছে। তাঁদের অনুমান, এই মাটিতে কিছু পরিমাণ জৈব সার মিশিয়ে চা, কপি, চাষ করা সম্ভব। এর জন্য চিল্কিগড় এলাকার স্থানীয় পরিবারগুলিকে দিয়ে জৈব সার প্রস্তুত করার কথা ভাবা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। জানা গিয়েছে, চা, কফি চাষ ছাড়াও আগামীদিনে মশলাপাতি তথা গোলমরিচ, তেজপাতা-সহ অন্যান্য চাষের কথা ভাবা হচ্ছে। জৈব সার প্রয়োগ করে শাকসবজির বাগান তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে বলে বিভাগকে চা, কফি ও মৃত্তিকা পরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিন প্রাথমিকভাবে আমরা মৃত্তিকা পরীক্ষা করে দেখেছি। এবং মৃত্তিকা সংগ্রহ করেছি। তবে প্রাথমিকভাবে আমরা আশাবাদী এখানে কিছু পরিমাণ জৈব সার মিশিয়ে চা, কফি চাষ করা সম্ভব হবে। চা গাছে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই ফলন হয়। একবার চা গাছ রোপণ করা হলে আশি থেকে একশো বছর ধরে ফসল তোলা যাবে।"

অন্যদিকে জামবনি ব্লকের বিডিও সৈকত দে বলেন, "ব্লক প্রশাসনের পক্ষ

RESEARCH AND PLANNING FOR TEA GARDEN AND ORGANIC FARMING COLLABORATION WITH JAMBONI BLOCK ADMINISTRATION,2018-19

গ্রাম

ঝাড়গ্রামের চিল্কিগড়ে চা চাষ, উদ্যোগী রাজ্য

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: চিল্কিগড়ে চা চাষের উদ্যোগ নিল প্রশাসন। চা চাষের পাশাপাশি কফি ও সয়াবিন লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। এরফলে পর্যটকদের কাছে চিল্কিগড় আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। চিল্কিগড়ের অরণ্যের পাশে রয়েছে ডুলুং নদী। ১০০দিনের কাজের মাধ্যমে এই প্রকল্প গড়ে তোলা হবে বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার চিল্কিগড়ে কনকারণ্যের পাশে দেড় একর জমি পরিদর্শন করেন কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক প্রণব সাউ ও খড়্গপুর আইআইটির চা বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী বিজয়চন্দ্র ঘোষ ও আইআইটির কৃষি বিজ্ঞানী প্রদীপ্ত চন্দ্র। জানা গিয়েছে, কনকারণ্যের অনুর্বর জমিতে চা চাষের জন্য জামবনী ব্লক প্রশাসন পরিকল্পনার দায়িত্ব দিয়েছে সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগকে। ওই মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান প্রণব সাউ বলেন, সরকারি চিঠি পাওয়ার পরই আমরা এদিন খড়্গপুর আইআইটির বিজ্ঞানীদের নিয়ে কনকারণ্যের পাশের জমি পরিদর্শন করেছি। সেখানকার মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ল্যাবরেটরি থেকে সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরই তা বিডিওকে জানানো হবে। জামবনীর বিডিও সৈকত দে বলেন, চিল্কিগড়কে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরফলে স্থানীয় স্বসহায়ক দলগুলিও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।